দৈনিক ইত্তেফাক 29

তারিখ 01 NOV 1991
পৃষ্ঠা ১ কলাম ১

যশোর বোর্ডে এসএসসি পরী

● ইত্তেফাক রিপোর্ট ● গতকাল (বৃহস্পতিবার) যশোর বোর্ডের ১৯৯১ সালের অনুষ্ঠিত এসএসসি পরীক্ষার ফল প্রকাশিত হইয়াছে। এই বছর ৯৬ হাজার ৬৮৫ জন পরীক্ষার্থী পরীক্ষায় অংশ নেয়। তন্মধ্যে ৬ হাজার ৯৬৫ জন প্রথম বিভাগ, ২৫ হাজার ১৬২ জন দ্বিতীয় বিভাগসহ মোট ৫৮ হাজার ৯৫১ জন উত্তীর্ণ হইয়াছে। পাশের হার ৬০ দশমিক ৯৭ ভাগ। এই বছর সাধারণ বিজ্ঞান বিষয়সহ সম্মিলিত মেধা তালিকায় প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছে বরিশাল ক্যাডেট কলেজের ছাত্র দেবাশীষ কুমার পাল। সে ৫টি বিষয়ে লেটার নম্বরসহ ৮৬৬ নম্বর পাইয়াছে। সমাজ বিজ্ঞান বিষয়সহ সম্মিলিত মেধা তালিকায় প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছে খুলনা নিউজপ্রিন্ট মিলস মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ছাত্র মোঃ ইব্রাহিম খলিল। সে ৫টি বিষয়ে লেটার নম্বরসহ ৭৯৩ নম্বর পাইয়াছে। মেধা তালিকায় অবস্থান অনুযায়ী বরিশাল ক্যাডেট কলেজ বিজ্ঞান বিভাগে প্রথম ও তৃতীয় স্থানসহ মোট ১২টি স্থান দখল করিয়াছে। এই বছর মোট পরীক্ষার্থীদের ৬৪ হাজার ৪৮৩ জন পুরুষ ও ৩২ হাজার ২০২ জন মহিলা। ইহাদের

পাশের হার ৬০.৯৭ ভাগ

মধ্যে বিজ্ঞানে মোট পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ৩৫ হাজার ২৬৩ জন ও সমাজ বিজ্ঞানে ৬১ হাজার ৪২২ জন। বিজ্ঞান বিভাগে পাসের হার ৭৬ দশমিক ৮৫ ভাগ ও সমাজ বিজ্ঞানে ৫১ দশমিক ৮৫ ভাগ। ইহাছাড়া সমাজ বিজ্ঞান বিভাগে ৬ হাজার ৯৫১ জন প্রাইভেট পরীক্ষার্থী রহিয়াছে। উল্লেখ্য, পাসের হার অনুযায়ী বিগত ৩ বছরের পরিসংখ্যান হইতে দেখা যায়, এই বছর সর্বাধিকসংখ্যক পরীক্ষার্থী পাস করিয়াছে। ১৯৯০ সালে পাসের হার ছিল ৩০ দশমিক ৬৩ ভাগ, ১৯৮৯ সালে ৪৫ দশমিক শূন্য ৪ ভাগ এবং ১৯৮৮ সালে ৪৪ দশমিক ৫০ ভাগ। সাধারণ বিজ্ঞান বিভাগে মহিলাদের মধ্যে মেধা তালিকায় প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছে যশোরের দাউদকান্দি পাবলিক স্কুলের ছাত্রী সামিনা জামান নিপা। সে ৫টি বিষয়ে (ইং, গ, ভূ, সাবি, উগ) লেটার নম্বরসহ ৮২১ নম্বর পাইয়াছে। সমাজবিজ্ঞান বিভাগে মেধা তালিকায় মহিলাদের মধ্যে প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছে পিরোজপুরের স্বরূপকাঠী মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ের ছাত্রী ফারজানা ফিরোজী (রোল স্বরূপকাঠী-ম-৬১৬)। সে ২টি লেটার (গ, ইধ)সহ মোট ৭৪১ নম্বর পাইয়াছে। সে সমাজ বিজ্ঞান বিভাগে সম্মিলিত মেধা তালিকায় ৯ম স্থান (যুগ্ম) লাভ করিয়াছে। উল্লেখ্য, বরিশাল ক্যাডেট কলেজের ছাত্ররা যে ১২টি স্থান দখল করিয়াছে তাহা হইতেছে প্রথম, তৃতীয়, ৩ জন ষষ্ঠ স্থানের মধ্যে ২ জন, ২ জন অষ্টম স্থানের মধ্যে ১ জন, ২ জন ১১তম স্থানের মধ্যে ১ জন, ২ জন ১২তম স্থানের মধ্যে ১ জন, ২ জন ১৪তম স্থানের মধ্যে ১ জন ও ৬ জন ২০ তম স্থানের মধ্যে ৪ জন। সাধারণ বিজ্ঞান বিভাগে মেধা তালিকায় মোট ২০টি স্থানের জন্য ৩৫ জন ছাত্র-ছাত্রী রহিয়াছে। একইভাবে সমাজ বিজ্ঞান বিভাগে ২০টি স্থানের জন্য মোট (শেষ পৃঃ দ্রঃ)

যশোর বোর্ড

(১ম পৃঃ পর)

২৬ জন রহিয়াছে। এই বছর পৃথকভাবে পুরুষের ক্ষেত্রে পাসের হার ৬১ দশমিক ৬৫ ভাগ এবং মহিলাদের ক্ষেত্রে ৫৯ দশমিক ৬১ ভাগ। এই বছর পুরুষ ও মহিলা পাসের হার প্রায় সমান। কিন্তু গত বছর পুরুষের ক্ষেত্রে পাসের হার ৩১ দশমিক ৮৪ ভাগ ও মহিলাদের ক্ষেত্রে ২৮ দশমিক ১৮ ভাগ ছিল। এই বছর মোট পরীক্ষার্থীর সংখ্যাও কিছুটা বাড়িয়াছে। ১৯৮৮, ৮৯ ও ৯০ সালে মোট পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল ৮৮ হাজার ৪৬৫ জন, ৮৮ হাজার ২৩ জন ও ৮৯ হাজার ৩৬৮ জন এবং প্রথম বিভাগ ৫ হাজার ৯০৫ জন, ৫ হাজার ৪৭৩ জন ও ৪ হাজার ১৬৯ জন। এই হিসাবে এই বছর গত বছর হইতে ৭৯৬ জন পরীক্ষার্থী প্রথম বিভাগ বেশী পাইয়াছে। সাধারণ বিজ্ঞানে মেধাতালিকা বিশ্লেষণ করিলে আর একটি উপাত্ত পাওয়া যায়। ইহা হইতেছে এই বিভাগের ২০টি স্থান যে ৩৫ জন পরীক্ষার্থী অর্জন করিয়াছেন তাহাদের মাত্র ৯ জন ক্যাডেট কলেজের বাহিরে। বাকি ২৬ জন বরিশাল ও ঝিনাইদহ ক্যাডেট কলেজের ছাত্র। দ্বিতীয়, চতুর্থ ৬ষ্ঠ ও ৭ম (যুগ্ম), ৯ম, ১২ তম (যুগ্ম), ১৩তম, ১৫তম ২জন, ১৬ ও ১৭তম (যুগ্ম), ১৮তম, ২০তম (যুগ্ম) সহ মোট ১৪টি স্থান নিয়া ঝিনাইদহ ক্যাডেট কলেজের ছাত্ররা ১৪টি স্থান লাভ করিয়াছে।

উল্লেখ্য যশোর বোর্ডের এই বছরের এস,এস,সি পরীক্ষা মোট ১০৫টি কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত হইয়াছে। গত বছর পরীক্ষা কেন্দ্রের সংখ্যা ছিল ১০৩টি এবং ১৯৮৯ সালে ছিল ১০০টি। এই বছর অভিযুক্ত পরীক্ষার্থীর সংখ্যা মোট ৩ হাজার ৫২৪ জন। গত বছর ইহা ছিল ৩ হাজার ৫৯২ জন।

উল্লেখ্য যশোর বোর্ডের এই বছরের প্রকাশিত ফলাফলের সহিত একটি বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হইয়াছে। এই বিজ্ঞপ্তি অনুসারে প্রকাশিত ফলাফলে কোন প্রকার ভুলত্রুটি পরিলক্ষিত হইলে উহা ফল প্রকাশের ৩০ দিনের মধ্যে পরীক্ষা নিয়ন্ত্রকের নিকট লিখিতভাবে জানাইতে হইবে।